ব্যাকফুটে বাংলাদেশ

উইন্ডিজ ১ম ইনিংস ঃ ৩৫৫/১০ (১২৬.৪ ওভারে)

বাংলাদেশ ১ম ইনিংস ঃ ২০৪ (৫১.০ ওভারে)

শামীম চৌধুরী ঃ উইকেটের সঙ্গে রঙ বদলায় টেস্ট, মিরপুর টেস্ট সেই চিরায়ত টেস্ট চরিত্রই ধরেছে মেলে। প্রথম দিনে উইকেটের পতন মাত্র ৫টি, ফ্লাট উইকেট দেখে নির্বিঘ্নে ব্যাটিংয়ের সম্ভাবনা দেখেছে বাংলাদেশ ক্রিকেটাররা। চতুর্থ দিনেও ভ্যাবে না উইকেট বলে যে ধারণা পোষণ করেছেন শাহরিয়ার নাফিস প্রথম দিন শেষে, ওই ধারণা ভুল প্রমাণিত হয়েছে। প্রথম দিনে যে পিচে উইকেট আদায় করা কষ্টকর, সেই পিচেই গতকাল বিদায় নিয়েছে দু'দলের ১২ ব্যাটসম্যান! কি হয়নি এই দিনে, ২৮ বলের ম্যাজিক্যাল একটি স্পেলে (৪.৪-১-৯-৪) টেস্ট ক্যারিয়ারে ইনিংসে সাকিবের ৮ম ৫ উইকেটের মিশনের (৫/৬৩) দিনেও প্রাণখুলে নিঃশ্বাস নিতে পারেনি বাংলাদেশ দল। বরং সাকিবকে জবাব দিতে উইন্ডিজ পেস বোলার ফিদেল এডওয়ার্ডসের ৭ ওভারের স্পেলে হতভম্ব করা বোলিংয়ে (৭-০-৪০-৫) দ্বিতীয় দিনেই ব্যাকফুটে বাংলাদেশ!

প্রথম দিনের শেষ সেশনে ৩ উইকেটে ম্যাচে ফেরা বাংলাদেশ দলের টার্গেট ছিল দ্বিতীয় দিনের প্রথম সেশনের মধ্যে প্রতিপক্ষের প্রথম ইনিংস থামিয়ে দেয়া। সে চেষ্টায় অনেকটাই সফল বাংলাদেশ, অবশিষ্ট ৫ জুটির বিদায়ে ১৪৪ মিনিট অপেক্ষা করতে হয়েছে বাংলাদেশ দলকে, ১০২-এর বেশি যোগ করতে দেয়নি এই সময়ে। টেস্ট অভিষেকে সেঞ্চুরিতে নিজেকে চেনানো উইন্ডিজ টপ অর্ডার ক্রিক এডওয়ার্ডস তৃতীয় টেস্টেও দেখা পেয়েছেন সেঞ্চুরির (১২১)!

তবে ৩৫৫'র জবাবে দিনটি যেভাবে পার করার কথা ছিল সেটা পারেনি বাংলাদেশ ব্যাটিংয়ে। শর্ট ডেলিভারি ভীতিতে বাংলাদেশ ব্যাটসম্যানরা থাকেন তটস্থ, তা আঁচ করতে পেরে ফিল্ডিংয়ে যে কৌশল অবলম্বন করেছে উইন্ডিজ অধিনায়ক সামী– সেই কৌশলেই আটকে গেছে বাংলাদেশ টপ অর্ডাররা। শর্ট লেগে পাতা ফিল্ডারের হাতে ক্যাচে তামীম (১৪), শাহরিয়ার নাফিসের (৭) আত্মসমর্পণ, তার তৃতীয় ওভারে পর পর ২ বলে রকিবুল (০), মুশফিকুরের আউটে রাজ্জির হতাশা ভর করেছিল বাংলাদেশ ড্রেসিংরুমে। ফার্স্ট স্লিপে মুশফিকুরের ক্যাচ প্র্যাকটিসের পর কেমার রোচের শর্ট বলে ইমরুল কায়েসের চার ছক্কায় এই টপ অর্ডারকে নিয়ে বাজিতে যেনো জিততেই চেয়েছিলেন অধিনায়ক মুশফিকুর। তবে শটস খেলার প্রবণতা থেকে বেরিয়ে আসতে না পারার মূল্য দিতে হলো ইমরুলকে (২৯) স্কোয়ার লেগে ক্যাচ প্র্যাকটিসে। স্কোরশিটে ৫৯/৫কে কতদূর টেনে নেয়া যায়, তার চেয়েও ফলো অন এড়ানোর ভাবনাই যেন পেয়ে বসেছিল বাংলাদেশ ড্রেসিংরুমে। ৬ষ্ঠ জুটিতে সাকিব-নাইমের ৮৭ পার্টনারশিপের কল্যাণে ফলোঅন এড়িয়ে দারুণ কিছুর সম্ভাবনা তৈরি হওয়া দিনে শেষ ঘন্টায় হতাশ করেছেন এই দুই ব্যাটসম্যান। ৫ উইকেটের ইনিংসের দিনে ফিফটি, টেস্ট ক্যারিয়ারের ৭ম ফিফটির দিনটিকে আরো উচ্চতায় নিয়ে যেতে পারতেন সাকিব। তবে ৭৩এ থেমে গেছে বিশুকে তার ভুল ডিফেন্সে। ৭ম জুটিতে নাইম-নাসিরের দারুণ বোঝাপড়ার অবদান ৫২'র বেশি হয়নি নাসিরের ভুল কলে। ব্যাক টু ব্যাক টেস্ট ফিফটির সম্ভাবনা জাগিয়ে তিন রানের চেষ্টায় বিফল হতে হয়েছে নাইমকে (৪৫) রান আউটে কাটা পড়ে! দ্বিতীয় দিন শেষে বাংলাদেশ পিছিয়ে ১৫১ রানে। শেষ তিন পার্টনারশিপ বাংলাদেশকে কতদূর টেনে নিতে পারেন, তার উপর নির্ভর করছে ম্যাচের ভাগ্য। তবে সমীকরণ মেলানোর হিসাবটা আপাতত কঠিন মনে হলেও উইকেটে অজস্র ফাটল বাংলাদেশ স্পিনারদের জোগাচ্ছে সাহস। টেস্ট ব্যাটসম্যানের পরিচয় মেলে ধরা অবিচ্ছিন্ন নাসিরের (৩৪ ব্যাটিং) দিকেও তাকিয়ে থাকতে হচ্ছে। চতুর্থ ইনিংসের চ্যালেঞ্জ নেয়ার আগে আজকের প্রথম সেশনটিকে তাই ভাইটাল মানছেন বাংলাদেশ অধিনায়ক।

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX